# মুসাফির বাংলা ইস্কুল

## HSC.UniAd.BCS.JOB

# সমাসের বাঁশ !

MUSAFIR RAHAD


## মুসাফির রাহাদ

বিএ(অনার্স),এমএ( বাংলা)
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

লেকচারার (বাংলা )
মুন্সি আব্দুর রউফ কলেজ,পিলখানা বিজিবি ex
বিএএফ শাহীন কলেজ ঢাকা ex
Guardian BCS, S@ifurs BCS , Amicus Law Academy , Icon Plus Admission, BCS, UCC , Uniaid Admission

01687 600 698
YouTube - Musafir Rahad
Facebook – Musafir Rahad Sir

# সমাস

সমাস (সম + অস্ + অ) শব্দের অর্থ সংক্ষেপ বা মিলন। পরস্পর অর্থসঙ্গতি বিশিষ্ট দুই বা ততোধিক পদের একপদে পরিণত হওয়াকে সমাস বলে।

- ✓ উদাহরণ- বিলেত হইতে ফেরত = বিলেতফেরত
- ✓ মৌ আশ্রিত মাছি = মৌমাছি।
- ✓ ➠ সমস্তপদ/ সমাসবদ্ধ পদ: সমাসের প্রক্রিয়ায় সমাসবদ্ধ/সমাস নিষ্পন্ন পদটির নাম সমস্ত পদ। যেমন: বিলেত হইতে ফেরত = বিলেতফেরত। এখানে বিলেতফেরত সমস্তপদ।
- ✓ ➠ ব্যাসবাক্য/ সমাসবাক্য/ বিগ্রহ বাক্য: সমস্ত পদকে ভেঙ্গে যে বাক্যাংশ পাওয়া যায় তার নাম ব্যাসবাক্য/ সমাসবাক্য/ বিগ্রহ বাক্য।
- ✓ যেমন: সিংহাসন = সিংহ চিহ্নিত যে আসন।
- ✓ ➠ পূর্বপদ ও পরপদ : সমাসবদ্ধ পদের প্রথম অংশকে পূর্বপদ এবং পরবর্তী অংশকে বলে উত্তরপদ বা পরপদ। যেমন: বিলেত হইতে ফেরত =বিলেতফেরত। এখানে বিলেত হল পূর্বপদ এবং ফেরত হল পরপদ।
- ✓ ➠ সমস্যমান পদ: সমাসবদ্ধ পদটির অন্তর্গত পদগুলোকে সমস্যমান পদ বলে। যেমন: বিলেত হইতে ফেরত = বিলেতফেরত। এখানে 'বিলেত' হইতে 'ফেরত' পদ তিনটি সমস্যমান পদ।
- ✓ ➠ সমাসের প্রকারভেদ- সমাস সাধারণত ছয় প্রকার।
- ✓ (১) দ্বন্দ্ব (২) কর্মধারয় (৩) তৎপুরুষ
- ✓ (৪) বহুব্রীহি (৫) দ্বিগু (৬) অব্যয়ীভাব

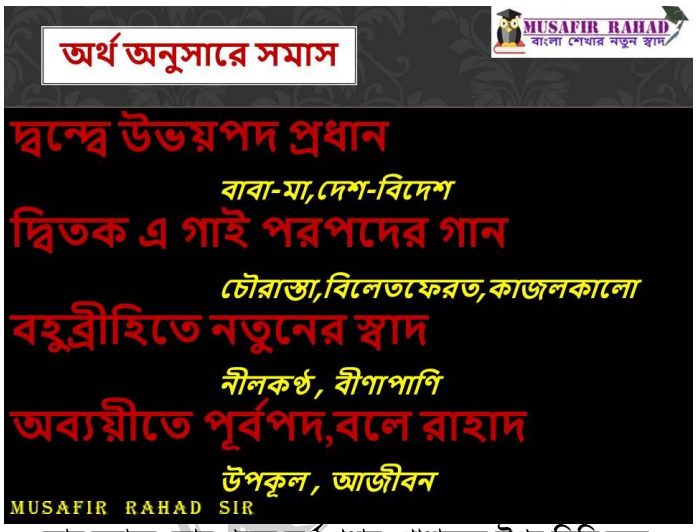


➠ কোন সমাসে কোন পদের অর্থ প্রধান: প্রাধান্যের উপর ভিত্তি করে সমাসের বিভাজন-

- ✓ ✷ পরপদ প্রধান = তৎপুরুষ, কর্মধারয়, দ্বিগু সমাস
- ✓ ✷ পূর্বপদ প্রধান = অব্যয়ীভাব সমাস
- ✓ ✷ উভয়পদ প্রধান = দ্বন্দ্ব সমাস
- ✓ ✷ কোন পদ প্রধান নয় = বহুব্রীহি সমাস

## দ্বন্দ্ব সমাস

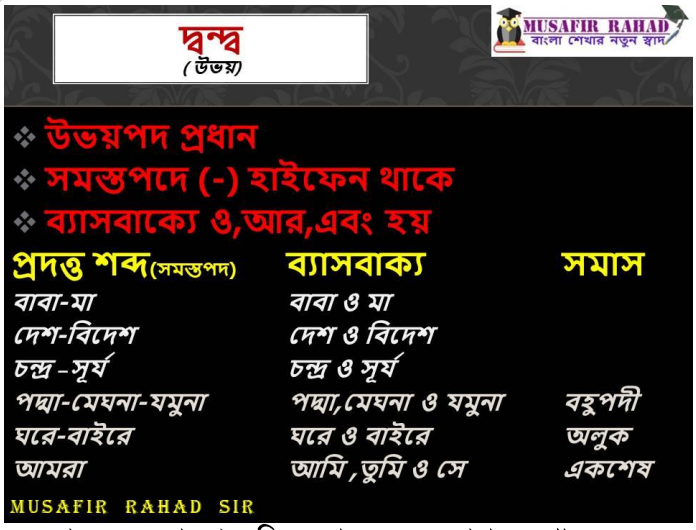


যে সমাসে সমস্যমান পদগুলি সংযোজক অব্যয় দ্বারা যুক্ত থাকে এবং উভয় পদের অর্থই প্রাধান্য পায় তাকে দ্বন্দ্ব সমাস বলে। যেমন: রাস্তা ও ঘাট = রাস্তাঘাট।

- ✓ l দ্বন্দ্ব সমাসের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ:
- ✓ ১. দ্বন্দ্ব সমাসের সমস্ত পদে অল্পস্বর বিশিষ্ট শব্দ পূর্বে বসে। যেমন: সাত-সতের, ধুতি-চাদর ইত্যাদি।
- ✓ ২. সমস্ত পদে অপেক্ষাকৃত সম্মানিত বা স্ত্রীবাচক পদ পূর্বে বসে। যেমন: শিক্ষক-ছাত্র, মা-বাবা ইত্যাদি।

MUSAFIR RAHAD B.A,M.A.(Bengali),University Of Dhaka
Lecturer (GUARDIAN BCS, S@ifurs BCS, IconPlus, Ex- BAF Shaheen College,BMARPC,Oracle BCS,S@ifurs) 01687600698

- ✓ ৩. দ্বন্দ্ব সমাসের ব্যাসবাক্যে ও, এবং, আর এই তিনটিমাত্র অব্যয়পদ ব্যবহার হয়। যেমন: আয় ও ব্যয়; ভাল এবং মন্দ; চা আর বিস্কুট।
- ✓ ৪. এই সমাসে পূর্বপদ ও পরপদ উভয়ের অর্থের প্রাধান্য বজায় থাকে।
- ✓ ৫. পদ দুটি সাধারণত বিশেষ্য পদ হয়ে থাকে।
- ✓ ৬. পদ দুটি সমান বিভক্তি যুক্ত হয়ে থাকে।
- ✓ দ্বন্দ্ব সমাস কয়েক প্রকারে সাধিত হয়
- ✓ ১. মিলনার্থক শব্দযোগে: মা-বাপ, মাসি-পিসি, চা-বিস্কুট ইত্যাদি।
- ✓ ২. বিরোধার্থক শব্দযোগে: দা-কুমড়া, অহি-নকুল, স্বর্গ-নরক ইত্যাদি।
- ✓ ৩. বিপরীতার্থক শব্দযোগে: আয়-ব্যয়, জমা-খরচ, ছোট-বড় ইত্যাদি।
- ✓ ৪. অঙ্গবাচক শব্দযোগে: হাত-পা, নাক-কান, বুক-পিঠ ইত্যাদি।
- ✓ ৫. সংখ্যাবাচক শব্দযোগে: সাত-পাঁচ, নয়-ছয়, সাত-সতের ইত্যাদি।
- ✓ ৬. সমার্থক শব্দযোগে: হাট-বাজার, ঘর-দুয়ার, কল-কারখানা, মোলস্না-মৌলভি, খাতা-পত্র ইত্যাদি।
- ✓ ৭. প্রায় সমার্থক ও সহচর শব্দযোগে: কাপড়-চোপড়, পোকা-মাকড়, দয়া-মায়া, ধুতি-চাদর ইত্যাদি।
- ✓ ৮. দুটো সর্বনামযোগে: যা-তা, যে-সে, যথা-তথা, তুমি-আমি, এখানে-সেখানে ইত্যাদি।
- ✓ ৯. দুটো ক্রিয়াযোগে: দেখা-শোনা, যাওয়া-আসা, চলা-ফেরা, দেওয়া-নেওয়া ইত্যাদি।
- ✓ ১০. দুটো ক্রিয়া বিশেষণযোগে: ধীরে-সুস্থে, আগে-পিছে, আকারে ইঙ্গিতে ইত্যাদি।
- ✓ ১১. দুটো বিশেষণযোগে: ভাল-মন্দ, কম-বেশি, আসল-নকল,
- ✓ বহুপদী দ্বন্দ্ব: তিন বা বহুপদে যে সমাস হয় তাকে বহুপদী দ্বন্দ্ব বলে। যেমন: সাহেব–বিবি–গোলাম।
- ✓ অলুক দ্বন্দ্ব: যে দ্বন্দ্ব সমাসে কোনো সমস্যমান পদের বিভক্তি লোপ হয় না, তাকে অলুক দ্বন্দ্ব বলে। যেমন- দুধে-ভাতে, জলে-স্থলে, দেশে-বিদেশে, হাতে-কলমে।

## q দ্বিগু সমাস:

- ✓ ß সমাহার (সমষ্টি) বা মিলন অর্থে সংখ্যাবাচক শব্দের সঙ্গে বিশেষ্য পদের যে সমাস হয় এবং পর পদের অর্থ প্রধান থাকে তাকে দ্বিগু সমাস বলে।
- ✓ ß দ্বিগু সমাসে সমাসনিষ্পন্ন পদটি বিশেষ্য পদ হয়। যেমন- তিন কালের সমাহার=ত্রিকাল, চৌরাস্তার সমাহার= চৌরাস্তা, তিন মাথার সমাহার= তেমাথা।
- ✓ ß দ্বিগু সমাস কখনও অ-কারান্ত হলে আ-কারান্ত বা ই-কারান্ত হয়। যেমন: শত অব্দের সমাহার = শতাব্দী.
- ✓ পঞ্চ নদীর সমাহার= পঞ্চনদ। (এটি নিপাতনে সাধিত সমাস)।

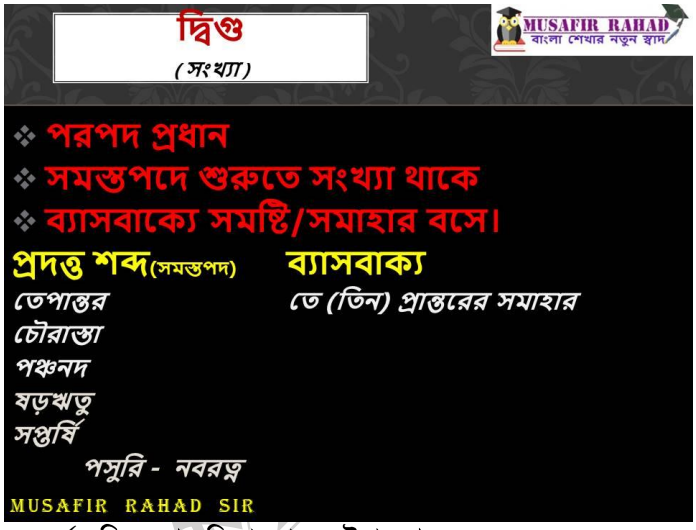




- ✓ দ্বিগু সমাস নিষ্পন্ন পদের উদাহরণ:

| | |
|---|---|
| ত্রিপদী = ত্রি পদের সমাহার | পঞ্চবটী = পঞ্চ বটের সমাহার |
| সপ্তর্ষী = সপ্ত ঋষির সমাহার | পসুরি = পাঁচ সেরের সমাহার |
| ষড়ঋতু = ছয় ঋতুর সমাহার | তেরনদী = তের নদীর সমাহার |
| অষ্টধাতু = অষ্ট ধাতুর সমাহার | সাতসমুদ্র = সাত সমুদ্রের সমাহার |
| নবরত্ন = নব রত্নের সমাহার | |

## q অব্যয়ীভাব সমাস

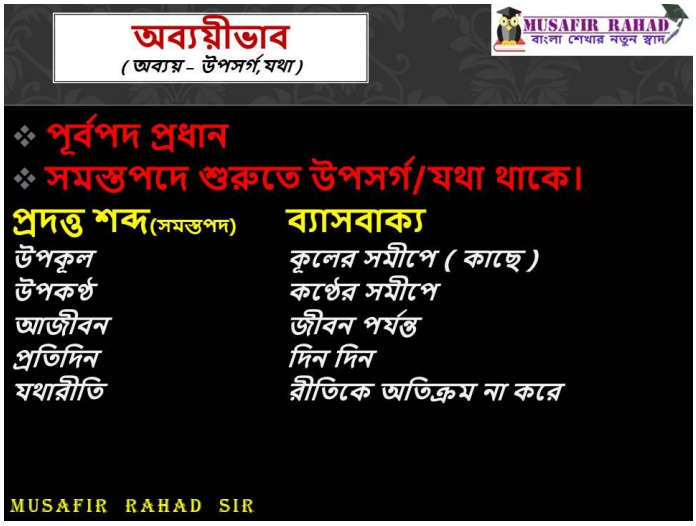




: পূর্ব পদে অব্যয় যোগে নিষ্পন্ন সমাসে যদি অব্যয়েরই অর্থের প্রাধান্য থাকে, তবে তাকে অব্যয়ীভাব সমাস বলে। এ সমাসের ব্যাসবাক্যে অব্যয় থাকে না। কিন্তু সমস্ত পদে থাকে।

- ✓ ß এ সমাসে কেবল অব্যয়ের অর্থযোগে ব্যাসবাক্যটি রচিত হয়। অব্যয়ীভাব সমাসের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো মনে রাখা খুবই দরকার।

- ✓ সামীপ্য → উপ → কণ্ঠের সমীপে = উপকণ্ঠ
- ✓ বীপ্সা → অণু/ প্রতি → ক্ষণে ক্ষণে = প্রতিক্ষণে
- ✓ অভাব → নি = নির → জলের অভাব = নির্জল
- ✓ পর্যন্ত → আ → পা থেকে মাথা পর্যন্ত = আপাদমস্তক
- ✓ সাদৃশ্য → উপ → শহরের সদৃশ = উপশহর
- ✓ অনতিক্রম্য → যথা = রীতিকে অতিক্রম না করে = যথারীতি
- ✓ অতিক্রান্ত → উৎ → বেলাকে অতিক্রান্ত = উদ্বেল
- ✓ বিরোধ → প্রতি → বিরুদ্ধ বাদ = প্রতিবাদ
- ✓ পশ্চাৎ → অনু → পশ্চাৎ গমন = অনুগমন
- ✓ ঈষৎ → আ → ঈষৎ নত = আনত।
- ✓ অব্যয়ীভাব সমাস নিষ্পন্ন পদের উদাহরণ:

| | | |
|---|---|---|
| ✓ সমাসবদ্ধ পদ | | ব্যাসবাক্য |
| ✓ অতীন্দ্রিয় | — | ইন্দ্রিয়কে অতিক্রম করে। |
| ✓ উপকল | — | কূলের সমীপে। |
| ✓ অমিল | — | মিলের অভাব। |
| ✓ আকণ্ঠ | — | কণ্ঠ পর্যন্ত। |
| ✓ আজন্ম | — | জন্ম পর্যন্ত। |
| ✓ আজানু | — | জানু পর্যন্ত। |
| ✓ আজীবন | — | জীবন পর্যন্ত। |
| ✓ আমরণ | — | মরণ পর্যন্ত। |
| ✓ আলুনি | — | নুনের অভাব। |
| ✓ আসমুদ্র | — | সমুদ্র পর্যন্ত। |
| ✓ উপকথা | — | কথার সদৃশ। |
| ✓ উপনদী | — | নদীর সদৃশ। |
| ✓ উপভাষা | — | ভাষার সদৃশ। |
| ✓ নিরামিষ | — | আমিষের অভাব। |
| ✓ নির্বিঘ্ন | — | বিঘ্নের অভাব। |
| ✓ প্রতিদিন | — | দিন দিন। |
| ✓ ফি বছর | — | বছর বছর। |
| ✓ হররোজ | — | রোজ রোজ। |
| ✓ হাঘর | — | ঘরের অভাব। |

## তৎপুরুষ সমাস:

- ✓ পূর্বপদের বিভক্তি লোপে যে সমাস হয় এবং যে সমাসে পরপদের অর্থ প্রধান ভাবে বোঝায় তাকে তৎপুরুষ সমাস বলে। তৎপুরুষ সমাস নয় প্রকার। তার মধ্যে পূর্বপদে বিভক্তি লোপে পাওয়া যায় ছয়টি। বিভক্তি অনুসারেই এদের নামকরণ করা হয়েছে। যেমন-
- ✓ ১. দ্বিতীয়া তৎপুরুষ২. তৃতীয়া তৎপুরুষ
- ✓ ৩. চতুর্থী তৎপুরুষ ৪. পঞ্চমী তৎপুরুষ
- ✓ ৫. ষষ্ঠী তৎপুরুষ ৬. সপ্তমী তৎপুরুষ
- ✓ এছাড়াও রয়েছে-
- ✓ ৭. নঞ তৎপুরুষ ৮. অলুক তৎপুরুষ ৯. উপপদ তৎপুরুষ

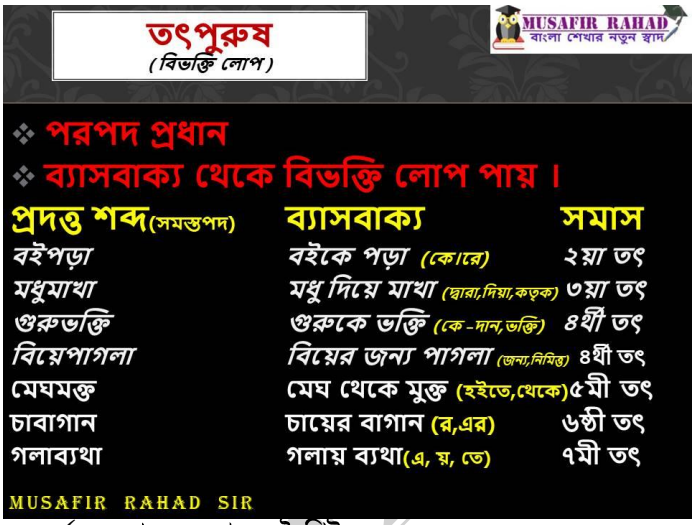


- ✓ তৎপুরুষ সমাসের বৈশিষ্ট্য:
- ✓ ১. এই সমাসে পূর্বপদে বিভক্তি লোপ পায়। যে বিভক্তি লোপ পায় সে অনুসারে তৎপুরুষ সমাস হয়।
- ✓ ২. অলুক তৎপুরুষ সমাসে কোন বিভক্তি লোপ পায় না।
- ✓ ৩. নঞ তৎপুরুষ সমাসের পূর্বপদে না বোধক শব্দ থাকে।
- ✓ দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস

| | | |
|---|---|---|
| ✓ সমাসবদ্ধ পদ | | ব্যাসবাক্য |
| ✓ শরনিক্ষেপ | — | শরকে নিক্ষেপ |
| ✓ সাহায্যপ্রাপ্ত | — | সাহায্যকে প্রাপ্ত |
| ✓ দুঃখাতীত | — | দুঃখকে অতীত |
| ✓ বিপদাপন্ন | — | বিপদকে আপন্ন |
| ✓ চিরসুখী | — | চিরকাল ব্যাপিয়া সুখী। |

- ✓ তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস

| | | |
|---|---|---|
| ✓ সমাসবদ্ধ পদ | | ব্যাসবাক্য |
| ✓ ছায়াশীতল | — | ছায়া দ্বারা শীতল |
| ✓ জনাকীর্ণ | — | জন দ্বারা আকীর্ণ |
| ✓ জলসেচন | — | জল দ্বারা সেচন |
| ✓ ন্যায়সঙ্গত | — | ন্যায় দ্বারা সঙ্গত |
| ✓ পদদলিত | — | পদ দ্বারা দলিত |
| ✓ বাগবিত-া | — | বাক্ দ্বারা বিত-া |

- ✓ চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস

| | | |
|---|---|---|
| ✓ সমাসবদ্ধ পদ | | ব্যাসবাক্য |
| ✓ তপোবন | — | তপের নিমিত্ত বন |
| ✓ দেবদত্ত | — | দেবকে দত্ত |
| ✓ বিয়েপাগল | — | বিয়ের জন্যে পাগল |
| ✓ রান্নাঘর | — | রান্নার জন্যে ঘর |
| ✓ সেচন-কলস | — | সেচনের নিমিত্ত কলস |
| ✓ হজযাত্রা | — | হজের জন্যে যাত্রা |

- ✓ পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস

| | | |
|---|---|---|
| ✓ সমাসবদ্ধ পদ | | ব্যাসবাক্য |
| ✓ দেশপলাতক | — | দেশ থেকে পলাতক |

MUSAFIR RAHAD

✓ মুখভ্রষ্ট — মুখ থেকে ভ্রষ্ট
✓ মেঘমুক্ত — মেঘ থেকে মুক্ত
✓ যুদ্ধবিরতি — যুদ্ধ থেকে বিরতি
✓ ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস
✓ সমাসবদ্ধ পদ ব্যাসবাক্য
✓ উপলখ- — উপলের খ-
✓ কর্মকর্তা — কর্মের কর্তা
✓ কবিগুরু — কবিদের গুরু
✓ খেয়াঘাট — খেয়ার ঘাট
✓ গৃহকর্ত্রী — গৃহের কর্ত্রী
✓ চা-বাগান — চায়ের বাগান
✓ জীবনসঞ্চার — জীবনের সঞ্চার
✓ ঝরনাধারা — ঝরনার ধারা
✓ পাষাণস্তূপ — পাষাণের স্তূপ
✓ সুখসময় — সুখের সময়
✓ সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস
✓ সমাসবদ্ধ পদ ব্যাসবাক্য
✓ অকালপক্ব — অকালে পক
✓ অকালমৃত্যু — অকালে মৃত্যু
✓ গাছপাকা — গাছে পাকা
✓ বনভোজন — বনে ভোজন
✓ তমাসাচ্ছন্ন — তমসায় আচ্ছন্ন
✓ রথারোহণ — রথে আরোহণ
✓ সলিলসমাধি — সলিলে সমাধি




✓ নঞ তৎপুরুষ সমাস
✓ সমাসবদ্ধ পদ ব্যাসবাক্য
✓ অধর্ম — ন ধর্ম
✓ অনাসক্ত — নয় আসক্ত
✓ অব্যয় — ন ব্যয়
✓ অসুখ — নয় সুখ
✓ অস্থির — নয় স্থির
✓ অজ্ঞাত — নয় জ্ঞাত
✓ অকাতর — নয় কাতর
✓ অলুক তৎপুরুষ সমাস
✓ সমাসবদ্ধ পদ ব্যাসবাক্য

✓ ঘোড়ার ডিম — ঘোড়ার ডিম।
✓ কলের গান — কলের গান।
✓ উপপদ তৎপুরুষ সমাস
✓ সমাসবদ্ধ পদ ব্যাসবাক্য
✓ ইন্দ্রজিৎ — ইন্দ্রকে জয় করেছে যে
✓ জীণজীবী — জীণভাবে বাঁচে যে
✓ গৃহস্থ — গৃহে থাকে যে
✓ জাদুকর — জাদু করে যে
✓ তিমিরবিদারী — তিমির বিদীর্ণ করে যে
✓

## কর্মধারয় সমাস:







যেখানে বিশেষণ বা বিশেষণ ভাবাপন্ন পদের সাথে বিশেষ্য বা বিশেষ্য ভাবাপন্ন পদের সমাস হয় (অর্থাৎ বিশেষ্য + বিশেষণ, বিশেষণ + বিশেষণ, বিশেষণ + বিশেষ্য, বিশেষ্য + বিশেষ্য) এবং পর পদের অর্থই প্রধান রূপে প্রতীয়মান হয়, তাকে কর্মধারয় সমাস বলে। যেমন- নীল যে পদ্ম - নীলপদ্ম, যে শান্ত সেই শিষ্ট = শান্তশিষ্ট, যা কাঁচা তাই মিঠা = কাঁচামিঠা ইত্যাদি।

✓ ➡ কর্মধারয় সমাসের বৈশিষ্ট্য:
✓ ১. ব্যাসবাক্যে সাধারণত যে/ যা/ যিনি অথবা ন্যায়/মত /রূপ ইত্যাদি থাকে।
✓ ২. সমস্তপদ দ্বারা সাধারণত কোনো গুণ বোঝায়।
✓ ➡ কর্মধারয় সমাসের কতিপয় শর্তাবলি:

- ✓ ১. ব্যাসবাক্যে 'কু' থাকলে সমস্তপদে 'কদ' হয়। যেমন- কু যে আচার = কদাচার।
- ✓ ২. ব্যাসবাক্যে 'রাজা' থাকলে সমস্তপদে 'রাজ' হয়। যেমন- মহান যে রাজা = মহারাজ।
- ✓ ৩. ব্যাসবাক্যে স্ত্রীবাচক বিশেষণ (সুন্দরী, মহতী) থাকলে সমস্তপদে পুরুষবাচক (সুন্দর, মহৎ) হয়। যেমন- সুন্দরী যে লতা = সুন্দরলতা।
- ✓ ৪. ব্যাসবাক্যে মহান, মহৎ থাকলে সমস্তপদে মহা হয়।যেমন- মহৎ যে জ্ঞান = মহাজ্ঞান।
- ✓ ৫. দুটি বিশেষ্য পদে একই ব্যক্তি/বস্তুকে বোঝাতে পারে- যিনি জজ তিনিই সাহেব = জজসাহেব।
- ✓ ৬. দুটি বিশেষণ পদে একটি বিশেষ্যকে বোঝাতে পারে- যে চালাক সেই চতুর = চালাকচতুর।
- ✓ ৭. কাজের ধারাবাহিকতা বোঝাতে পারে = আগে ধোয়া পরে মোছা- ধোয়ামোছা।
- ✓ ৮. বিশেষ্য ও বিশেষণ যুক্ত কর্মধারয় কখনও কখনও উল্টে যায়- অধম যে নর = নরাধম।
- ✓ ৯. কখনো কখনো বিশেষণরূপে ব্যবহৃত পূর্বপদের সর্বনাম, সংখ্যাবাচক শব্দ, উপসর্গ ও অব্যয়ের সঙ্গে পরপদের বিশেষ্যের সমাস হয়। যেমন-
- ✓ সর্বনাম: এই যে খন = এখন, সেই যে খন = তখন
- ✓ সংখ্যাবাচক শব্দ: এক যে জন = একজন, দো যে তলা = দোতলা
- ✓ উপসর্গ: বি যে ভুঁই = বিভুঁই, বে যে সুর = বেসুর
- ✓ কর্মধারয় সমাসের প্রকারভেদ:
- ✓ (র) মধ্যপদলোপী কর্মধারয় (ররর) উপমান কর্মধারয় (ররর) উপমিত কর্মধারয় (রা) রূপক কর্মধারয়।
- ✓ (র) মধ্যপদলোপী কর্মধারয়: কর্মধারয় সমাসের ব্যাসবাক্যে মধ্যপদ লোপ পেলে তাকে মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস বলে। এই সমাসে ব্যাসবাক্যের মধ্যপদ সমস্তপদে থাকবেনা। এতে পরপদের অর্থ প্রাধান্য পাবে। যেমন:
- ✓ দুধ মিশ্রিত ভাত = দুধভাত
- ✓ সাহিত্য বিষয়ক সভা = সাহিত্যসভা
- ✓ জ্যোৎস্না শোভিত রাত = জ্যোৎস্নারাত
- ✓ বট নামক বৃক্ষ = বটবৃক্ষ
- ✓ ধর্ম রক্ষার্থে যে ঘট= ধর্মঘট
- ✓ ষট্ অধিক দশ = ষোড়শ
- ✓ যম প্রদত্ত যন্ত্রণা = যমযন্ত্রণা
- ✓ দ্বি অধিক দশ = দ্বাদশ
- ✓ (ররর) উপমান কর্মধারয়: উপমান অর্থ তুলনীয় বস্তু। প্রত্যক্ষ কোন বস্তুর সাথে পরোক্ষ কোন বস্তুর তুলনা করলে প্রত্যক্ষ বস্তুটিকে উপমেয় বলে, আর পরোক্ষ বস্তু অর্থাৎ যার সঙ্গে তুলনা করা হয় সেই পরোক্ষ বস্তু টিকে বলা হয় উপমান। উপমান ও উপমেয়র একটি সাধারণ ধর্ম থাকবে। সাধারণত ধর্মবাচক পদের সাথে উপমান পদের যে সমাস হয়, তাকে উপমান কর্মধারয় সমাস বলে। যেমন:
- ✓ রক্তের ন্যায় লাল = রক্তলাল
- ✓ গজের ন্যায় মূর্খ = গজমূর্খ
- ✓ লৌহের ন্যায় কঠিন = লৌহকঠিন
- ✓ শিশিরের মত স্নিগ্ধ = শিশিরস্নিগ্ধ
- ✓ ঘনের (মেঘের) ন্যায় শ্যাম = ঘনশ্যাম
- ✓ শশকের ন্যায় ব্যস্ত = শশব্যস্ত
- ✓ বিড়ালের ন্যায় তপস্বী = বিড়ালতপস্বী
- ✓ মেঘের ন্যায় মেদুর = মেঘমেদুর
- ✓ বকের ন্যায় ধার্মিক = বকধার্মিক
- ✓ (রা) উপমিত কর্মধারয়: সাধারণ ধর্মের উলেস্নখ না করে উপমেয়র সাথে উপমানের যে সমাস হয়, তাকে উপমিত কর্মধারয় সমাস বলে। উপমিত কর্মধারয় সমাসে সাধারণ গুণের উলেস্নখ থাকে না। উপমিত কর্মধারয় সমাসে দুটি পদই বিশেষ্য হয়। উপমিত কর্মধারয় সমাসের ব্যাসবাক্যে ন্যায়, মত সাধারণত শেষে বসে; তবে মাঝেও বসতে পারে। যেমন:
- ✓ মুখ চন্দ্রের ন্যায় = মুখচন্দ্র
- ✓ বাহু লতার ন্যায় = বাহুলতা
- ✓ কর পলস্নবের ন্যায় = করপলস্নব
- ✓ পুরুষ সিংহের ন্যায় = পুরুষসিংহ
- ✓ অধর পলস্নবের ন্যায় = অধরপলস্নব
- ✓ রাজা ঋষি তুল্য = রাজর্ষি
- ✓ চরণ কমলের ন্যায় = চরণকমল
- ✓ চক্ষু পদ্মের ন্যায় = পদ্মচক্ষু
- ✓ ফটিক জলের ন্যায় = ফটিকজল
- ✓ (ī) রূপক কর্মধরায় সমাস : উপমেয় এবং উপমান পদের মধ্যে অভিন্নতা কল্পনা করে উপমান এবং উপমেয় পদের মধ্যে যে সমাস হয় তাকে রূপক কর্মধারয় সমাস বলে। এ সমাসে উপমেয় পদটি রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়।
- ✓ রূপক কর্মধারয় সমাসে ব্যাসবাক্যে রূপ, তুল্য ব্যবহৃত হয়। রূপক কর্মধারয় সমাসে তুলনার ক্ষেত্রে উপমেয় এবং উপমান পদের মধ্যে কোন প্রকার পার্থক্য থাকে না অর্থাৎ অভেদ কল্পনা করা হয়। রূপক কর্মধারয় সমাসে উপমেয় পদ পূর্বে বসে, উপমান পদ পরে বসে। যেমন:
- ✓ মন রূপ মাঝি = মনমাঝি
- ✓ কাল রূপ রাত্রি = কালরাত্রি
- ✓ দেশ রূপ মাতৃকা = দেশমাতৃকা
- ✓ সংসার রূপ সমুদ = সংসারসমুদ্র
- ✓ বিষাদ রূপ সিন্ধু = বিষাদসিন্ধু
- ✓ আঁখি রূপ পাখি = আঁখিপাখি
- ✓ পরান রূপ পাখি = পরানপাখি
- ✓ চিত্ত রূপ চকোর = চিত্তচকোর
- ✓ কীর্তি রূপ ধ্বজা (পতাকা) = কীর্তিধ্বজা
- ✓ প্রেম রূপ ডোর = প্রেমডোর
- ✓

## বহুব্রীহি সমাস:

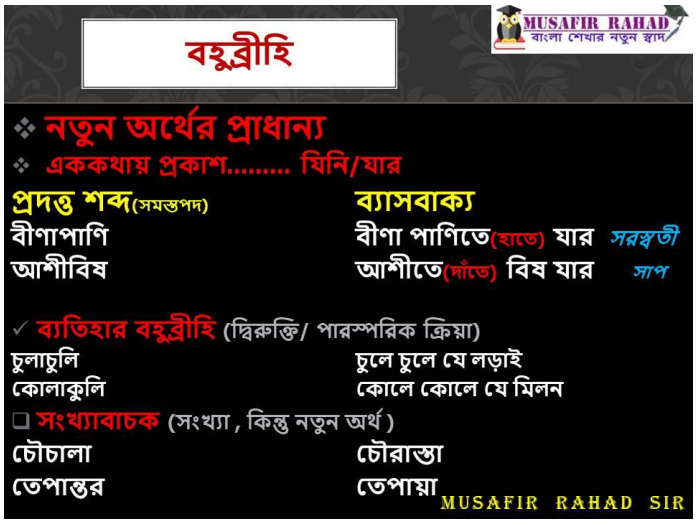


MUSAFIR RAHAD

যে সমাসের সমস্ত পদে সমস্যমান পদগুলোর কোনটির অর্থ না বুঝিয়ে, অন্য কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে বোঝায়, তাকে বহুব্রীহি সমাস বলে। যেমন:

✓ বহু-ব্রীহি (ধান) আছে যার = বহুব্রীহি। এখানে 'বহু' কিংবা 'ব্রীহি' কোনটিরই অর্থের প্রাধান্য নাই। যার বহু ধান আছে এমন লোককে বোঝাচ্ছে।

✓ ১। বহুব্রীহি সমাসে লব্ধ পদটি বিশেষণ হয়।

✓ যেমন - মা মরেছে যার = মা মরা (ছেলে)।

✓ ২। বহুব্রীহি সমাসে সাধিত পদটি বিশেষ্যও হয়।

✓ যেমন - দশ আনন যার = দশানন (রাবণ)।

✓ ৩। বহুব্রীহি সমাসে সাধারণত যার, যাতে ইত্যাদি শব্দ ব্যাসবাক্য রূপে ব্যবহৃত হয়। যথা-আয়ত লোচন যার=আয়তলোচনা (স্ত্রী), মহান আত্মা যার= মহাত্মা।

✓ ৪। স্ত্রী-বাচকতা বোঝাতে সাধিত পদে সাধারণত 'আ' বা 'ঈ' যোগ হয়। যথা- স্বচ্ছ সলিল যার= স্বচ্ছসলিলা, নীল বসন যার= নীলবসনা। এরূপ - কোকিলকণ্ঠী।

✓ ৫। বহুব্রীহি সমাসে পরপদ সংস্কৃত ভাষা অনুসারে পরিবর্তিত হয়ে যায়। যেমন- স্থির প্রতিজ্ঞা যার = স্থিরপ্রতিজ্ঞ।

✓ ৬। 'সহ' কিংবা 'সহিত' শব্দের সঙ্গে অন্যদের বহুব্রীহি সমাস হলে 'সহ' ও 'সহিত' এর স্থলে 'স' হয়। যেমন- বান্ধব সহ বর্তমান=সবান্ধব, সহ উদর যার=সহোদর >সোদর। এরূপ-সজল, সফল, সদর্প, সলজ্জ, সকল্যাণ ইত্যাদি।

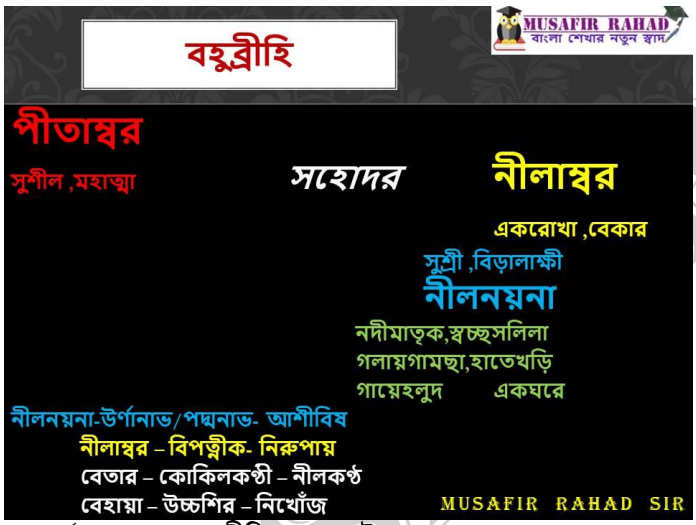


✓ 1 বহুব্রীহি সমাস আট প্রকার:

✓ সমানাধিকরণ, ব্যধিকরণ, ব্যতিহার, নঞ্ বহুব্রীহি, মধ্যপদলোপী, প্রত্যয়ান্ত, অলুক এবং সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি।

✓ ১। সমানাধিকরণ বহুব্রীহি: পূর্বপদ বিশেষণ ও পরপদ বিশেষ্য হলে এ সমাস হয়। যেমন - হত হয়েছে শ্রী যার = হতশ্রী।

✓ ২। ব্যধিকরণ বহুব্রীহি: পূর্বপদ ও পরপদ কোনটিই বিশেষণ না হলে এ সমাস হয়। যেমন - কথা সর্বস্ব যার = কথাসর্বস্ব।

✓ ৩। ব্যতিহার বহুব্রীহি: ক্রিয়ার পারস্পরিক অর্থে এ সমাস হয়। পূর্ব পদে 'আ' এবং পরপদে 'ই' প্রত্যয় যুক্ত হয়।

✓ যেমন - হাতে হাতে যে যুদ্ধ = হাতাহাতি।

✓ ৪। নঞ বহুব্রীহি: নঞ্ অব্যয় যোগে যে বহুব্রীহি সমাস হয় তাকে নঞ বহুব্রীহি বলে। যেমন - নেই বোধ যার - অবোধ।

✓ ৫। মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি: গায়ে হলুদ দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে- গায়ে হলুদ।

✓ ৬। অলুক বহুব্রীহি: মাথায় পাগড়ি যার = মাথায় পাগড়ি।

✓ ৭। প্রত্যয়ান্ত বহুব্রীহি: যে বহুব্রীহি সমাসের সমস্ত পদে আ,এ,ও ইত্যাদি প্রত্যয় যুক্ত হয় তাকে প্রত্যয়ান্ত বহুব্রীহি বলে। যেমন-একচোখা (চোখ+আ), একঘরে (ঘর+এ)।

✓ ৮। সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি: পূর্বপদ সংখ্যাবাচক ও পরপদ বিশেষ্য হলে সমস্ত পদটি যদি বিশেষণ বোঝায় তাহলে তাকে সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি বলে। যেমন-চৌচালা, তেপায়া, দশহাতি ইত্যাদি।

✓ ৯। **নিপাতনে সিদ্ধ বহুব্রীহি:** অন্তর্গত অপ যার = অন্তরীপ, জীবিত থেকেও যে মৃত = জীবন্মৃত।

## প্রাদি সমাস:

প্র, পরি, অনু প্রভৃতি অব্যয়ের সঙ্গে যদি কৃৎ প্রত্যয় সাধিত বিশেষ্যের সমাস হয়, তবে তাকে বলে প্রাদি (প্র-আদি) সমাস। যথা- প্র (প্রকৃষ্ট) যে বচন = প্রবচন। এরূপ-পরি (চতুর্দিকে) যে ভ্রমণ = পরিভ্রমণ, অনুতে (পশ্চাতে) যে তাপ = অনুতাপ, প্র (প্রকৃষ্টরূপে) ভাত (আলোকিত) = প্রভাত, প্র (প্রকৃষ্টরূপে) গতি = প্রগতি ইত্যাদি।

## নিত্য সমাস:

✓ যে সমাসে সমস্যমান পদগুলো নিত্য সমাসবদ্ধ থাকে, ব্যাসবাক্যের দরকার হয় না, তাকে নিত্য সমাস বলে। যেমন: অন্য গ্রাম = গ্রামান্তর, কেবল দর্শন = দর্শনমাত্র, অন্য গৃহ = গৃহান্তর, (বিষাক্ত) কাল (যম) তুল্য (কালো বর্ণের নয়) সাপ = কালসাপ, তুমি আমি ও সে = আমরা, দুই এবং নব্বই= বিরানব্বই।

**সমাস নির্ণয় কর: ধানক্ষেত, প্রগতি, মিঠাকড়া, মোমবাতি, আয়কর, ঘনশ্যাম, গোবেচারি, করকমল, কালচক্র, কদাকার, বীণাপাণি, অপয়া, উনপাঁজুরে, অনন্ত, হাতেখড়ি।**

✓ নিষ্প্রভ = নেই প্রভা যার – নঞ বহুব্রীহি

✓ শুচিবেয়ে = শুচিতা রক্ষার বায়ু রোগ যার – মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি

✓ চিরন্মণদাঁতি = চিরন্মনির দাঁড়ার মতো দাঁত যার– মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি

✓ কপোতাক্ষা= কপোতের অক্ষির ন্যায় অক্ষি যার –মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি

✓ বরাখুরে=বরাহের (বা, শূকরের) ন্যায় খুর যার –মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি

✓ রেষারেষি = রেষে রেষে যে শত্রুতা – ব্যতিহার বহুব্রীহি

✓ কুলাকানি = কুলার ন্যায় কান যার – মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি

✓ শূর্পণখা = শূর্পের (কুলার) ন্যায় নখ যার – মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি

✓ হরবোলা = হরেক রকম বলে যে – ব্যধিকরণ বহুব্রীহি

✓ বীণাপাণি = বীণা পাণিতে যার – ব্যধিকরণ বহুব্রীহি

✓ জলৌকা = জল ওক (আশ্রয়) যার – ব্যধিকরণ বহুব্রীহি

✓ করিতকর্মা = করিত (কৃত) কর্ম যার– সমানাধিকরণ বহুব্রীহি

- ✓ লালপেড়ে = লাল পাড় যাতে – সমানাধিকরণ বহুব্রীহি
- ✓ কৃতবিদ্যা = কৃত বিদ্যা যার – সমানাধিকরণ বহুব্রীহি
- ✓ সতীর্থ = সমান তীর্থ (গুরু) যার – সমানাধিকরণ বহুব্রীহি
- ✓ প্রত্যঙ্গ = অঙ্গের ক্ষুদ্র – অব্যয়ীভাব
- ✓ নির্মক্ষিক = মক্ষিকার অভাব – অব্যয়ীভাব
- ✓ আজতক = আজ পর্যন্ত – অব্যয়ীভাব
- ✓ আবালবৃদ্ধবনিতা = বাল, বৃদ্ধ ও বনিতা পর্যন্ত – অব্যয়ীভাব
- ✓ প্রত্যুষ = উষার সদৃশ – অব্যয়ীভাব
- ✓ যথেষ্ট = ইষ্টকে অতিক্রম না করে – অব্যয়ীভাব

## প্রশ্নোত্তর

০১. তপোবন কোন সমাস?
অ. রূপক কর্মধারয় ই. বহুব্রীহি ঈ. দ্বিগু
উ. চতুর্থী তৎপুরুষ ঊ. নিত্য

০২. 'নাত-জামাই' সমাসবদ্ধ পদের ব্যাসবাক্য-
অ. নাতির জামাই ই. যে নাতি সে-ই জামাই
ঈ. নাতি রূপ জামাইউ. নাতনির জামাই

০৩. সম্বন্ধ পদে কোন বিভক্তি যুক্ত হয়ে থাকে?
অ. 'য়' বা 'তে'/য় ই. 'এ' বা 'এতে'/এ
ঈ. 'র' বা 'এর'/র উ. 'থেকে' বা 'চেয়ে'/কে

০৪. কোন্ সমাসে পূর্বপদের বিভক্তি লোপ পায়?
অ. কর্মধারয় সমাস ই. দ্বিগু সমাস
ঈ. তৎপুরুষ সমাস উ. বহুব্রীহি সমাস

০৫. 'কাজল-কালো' এর সঠিক ব্যাসবাক্য কোন্‌টি?
অ. কাজলের ন্যায় কালো ই. কাজল রূপ কালো
ঈ. কাজল ও কালো উ. কালো যে কাজল

০৬. নিচের কোন্‌টি মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাসের উদাহরণ?
অ. ঘর থেকে ছাড়া-ঘরছাড়া
ই. অরুণের মতো রাঙা-অরুণরাঙা
ঈ. হাসি মাখা মুখ-হাসিমুখ
উ. ক্ষণকাল ব্যাপিয়া স্থায়ি-ক্ষণস্থায়ী

০৭. 'বেওয়ারিশ' কোন সমাসের উদাহরণ?
অ. কর্মধারয় ই. তৎপুরুষ
ঈ. বহুব্রীহি উ. দ্বিগু

০৮. 'সোনার বাংলা' কোন সমাসের উদাহরণ?
অ. ষষ্ঠী তৎপুরুষ ই. কর্মধারয়
ঈ. উপমান কর্মধারয় উ. উপমিত কর্মধারয়

০৯. যে যে পদে সমাস হয়, তাদের প্রত্যেকটির নাম কি?
অ. সমস্যমান পদ ই. ব্যাসবাক্য
ঈ. সমাসবাক্য উ. সমস্তপদ

১০. 'জনাকীর্ণ' কোন সমাস?
অ. দ্বন্দ্ব ই. কর্মধারয়
ঈ. বহুব্রীহি উ. তৎপুরুষ

১১. 'সমাস' শব্দের অর্থ কী?
অ. বিশে-ষণ ই. সংক্ষেপণ
ঈ. সংযোজন উ. সংশে-ষণ

১২. নিচের কোন্ শব্দটি দ্বন্দ্ব সমাস?
অ. বেশভূষা ই. নিঃসহায়
ঈ. মানবহৃদয় উ. শতাব্দী

১৩. 'দুর্ভিক্ষ'র সঠিক ব্যাসবাক্য-
অ. খাদ্যের অভাব ই. ভিক্ষার অভাব
ঈ. ভীষণ খাদ্যাভাব উ. ভিক্ষুকের অভাব

১৪. 'ভূতপুর্ব' কোন সমাসের উদাহরণ?
অ. কর্মধারয় ই. অব্যয়ীভাব
ঈ. তৎপুরুষ উ. বহুব্রীহি

১৫. 'সচিত্র' কোন ধরনের সমাস?
অ. বহুব্রীহি ই. দ্বন্দ্ব
ঈ. দ্বিগু উ. নিত্য

১৬. 'বেআইনি'র ব্যাসবাক্য কোনটি?
অ. নয় আইনি ই. আইনি নয়
ঈ. যা আইনি নয় উ. নহে আইনি

১৭. কোনটি অলুক দ্বন্দ্ব সমাস?
অ. হাতে কাটা ই. কলেছাঁটা
ঈ. হাতে খড়ি উ. হাতে পায়ে

১৮. 'সেতার' শব্দটি কোন সমাসের উদাহরণ?
অ. কর্মধারয় ই. দ্বিগু
ঈ. নিত্য উ. বহুব্রীহি

১৯. 'প্রবন্ধ' শব্দটি কোন্ সমাস সাধিত?
অ. কর্মধারয় ই. প্রাদি
ঈ. অব্যয়ীভাব উ. নিত্য

২০. 'লোকান্তর' শব্দটি কোন্ সমাস-সাধিত?
অ. বহুব্রীহি ই. কর্মধারয়
ঈ. নিত্য উ. দ্বিগু

২১. কোনটি ব্যাধিকরণ বহুব্রীহি সমাস?
অ. বীণাপানি ই. রাখীভাই
ঈ. নিখোঁজ উ. চুলাচুলি

২২. 'সিংহাসন' শব্দটি কোন সমাসের উদাহরণ?
অ. দ্বন্দ্ব ই. তৎপুরুষ
ঈ. কর্মধারয় উ. বহুব্রীহি

২৩. 'কাজলকালো' কোন্ সমাস?
অ. মধ্যপদলোপী কর্মধারয় ই. উপমিত কর্মধারয়
ঈ. উপমান বহুব্রীহি উ. রূপক কর্মধারয়
ঊ. উপমান কর্মধারয়

২৪. সমার্থক দ্বন্দ্ব সমাস নয় কোনটি?
অ. লোকজন ই. ছোটবড়
ঈ. ঘরবাড়ি উ. চিঠিপত্র

২৫. 'চর্ব্যচোষ্য' কোন সমাস?
অ. অব্যয়ীভাব ই. তৎপুরুষ
ঈ. দ্বন্দ্ব উ. দ্বিগু

২৬. উপমিত কর্মধারয় সমাসের উদাহরণ কোনটি?
অ. মিশকালো ই. চালকুমড়া
ঈ. বিষাদসিন্ধু উ. দুধেভাতে
ঊ. ফুলকুমারী

**উত্তরমালা :**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ০১ | উ | ০২ | উ | ০৩ | ঈ | ০৪ | ঈ | ০৫ | অ |
| ০৬ | ঈ | ০৭ | ঈ | ০৮ | অ | ০৯ | অ | ১০ | উ |
| ১১ | ই | ১২ | অ | ১৩ | ই | ১৪ | ই | ১৫ | অ |
| ১৬ | অ | ১৭ | উ | ১৮ | উ | ১৯ | ই | ২০ | ঈ |
| ২১ | অ | ২২ | ঈ | ২৩ | ঊ | ২৪ | ই | ২৫ | ঈ |
| ২৬ | ঊ | | | | | | | | |



MUSAFIR RAHAD

MUSAFIR RAHAD